''সহৃদয়তা এবং অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি''

বাপদাদা তাঁর নিজের সমান লাভফুল আর মার্সিফুল তোমরা সব বাচ্চাকে দেখছেন। আজ বাপদাদা বিশ্বের সেই সকল বাচ্চাকে দেখছিলেন, যারা বাবাকে জানে না। যদিও বা তারা তাঁকে জানে না, কিন্তু তবুও তারা তাঁর বাচ্চা। যখন বাপদাদার সম্বন্ধ থেকে বাচ্চাদের দেখেছেন তিনি কী অনুভব করেছিলেন, বর্তমানে সময়-সময়ে কোনও না কোনো কারণে জেনে বা না জেনেও মেজরিটি আত্মাদের মার্সি অর্থাৎ করুণা, দয়ার আবশ্যকতা থাকছে। আর এই আবশ্যকতার কারণে তারা মার্সিফুল বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। সেইজন্য, প্রয়োজন অনুসারে এই সময় চারিদিকে করুণা-দৃষ্টির জন্য কাতর-আহ্বান করছে। এক তো বিভিন্ন সমস্যার দরুণ নিজের মন আর বুদ্ধির সমতা না থাকার কারণে দুঃখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে মার্সিফুল বাবাকে অথবা তারা যাদের মান্যতা দেয় তাদের মার্সি লাভ করতে কাতর হয়ে ডাকতে থাকে। যদিও বাবাকে না জানার কারণে না-পরিচিত আত্মারা নিজেদের ধর্ম পিতাদের অথবা গুরুদের অথবা তাদের ইষ্টদেবকে মার্সিফুল মনে করে কাতর হয়ে আহ্বান করে, কিন্তু তোমরা তো সবাই জানো যে, এই সময় এক বাবা পরম- আত্মা ব্যতীত আর অন্য কোনও আত্মা দ্বারা মার্সির প্রাপ্তি হতে পারে না। যদিও বাবা তাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, ভাবনার ফল দেওয়ার জন্য কোনও ইষ্টকে অথবা মহান আত্মাকে নিমিত্ত বানিয়ে থাকেন, কিন্তু দাতা এক - সেইজন্য বর্তমান সময়ানুসারে মার্সিফুল বাবা বাচ্চাদের বলেনও, তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা বাবার ভুজসকল, সহযোগী সাথী। সুতরাং যে জিনিস তাদের প্রয়োজন আছে, সেটা দেওয়ায় তারা প্রসন্ন হয়ে যায়। তো মাস্টার মার্সিফুল হয়েছ? তোমাদেরই ভাই-বোন - হয় তারা সহোদর অথবা বৈমাত্রেয়, কিন্তু হয় তো পরিবারের। নিজের পরিবারের না-পরিচিত, হতাশাগ্রস্ত আত্মাদের প্রতি দয়াবান হও। তোমাদের হৃদয় থেকে যেন প্রগাঢ় স্নেহ উঠে আসে। বিশ্বের না-পরিচিত আত্মাদের জন্যও সহৃদয়তা প্রয়োজন। আর সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষার্থের তীব্রগতির জন্য অথবা স্ব-উন্নতির জন্য আন্তরিকতার আবশ্যকতা আছে। স্ব-উন্নতির জন্য স্ব-এর প্রতি যখন আন্তরিক হও তখন সহৃদয় আত্মার অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি সদা আপনা থেকেই আসে। স্ব-এর প্রতিও তোমরা আন্তরিক হও যে, আমি কত উঁচু থেকেও উঁচু বাবার সেই আত্মা আর সেই বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্যধারী। সেই অনুসারে অরিজিনাল শ্রেষ্ঠ স্বভাব এবং সংস্কারে যদি দুর্বলতা থাকে তবে নিজের প্রতি আন্তরিকতা দুর্বলতায় বৈরাগ্য এনে দেবে।

বাপদাদা আজ এই 'আধ্যাত্মিক বার্তালাপ' (রুহরিহান) করছিলেন যে, সব বাচ্চা নলেজে তো অনেক সুচতুর। পয়েন্ট স্বরূপ তো হয়ে গেছ কিন্তু সব দুর্বলতাকে জানার পয়েন্টস আছে, তোমরা জানোও যে, কী হওয়া উচিত, কী করা উচিত নয়, এটা জানা সত্ত্বেও পয়েন্ট স্বরূপ হওয়া আর যা কিছু ব্যর্থ দেখেছ বা শুনেছ, অথবা নিজের দ্বারা যা হয়েছে সে'গুলোতে কীভাবে ফুলস্টপের পয়েন্ট লাগাতে হয় জানো না ! পয়েন্টস তো রয়েছে, কিন্তু পয়েন্ট স্বরূপ হওয়ার জন্য বিশেষ কী আবশ্যকতা আছে? নিজের উপরে কৃপা আর অন্যদের উপরে কৃপা। ভক্তিমার্গেও প্রকৃত ভক্ত হবে আর তোমরাও প্রকৃত ভক্ত হয়েছ, আত্মাতে রেকর্ড হয়ে আছে তো না ! তাইতো, সত্য ভক্ত সদা সহৃদয় হয়, সেইজন্য তারা পাপ কর্মতে ভয় পায়। বাবাকে ভয় পায় না, কিন্তু পাপে ভয় পায়। এই কারণে তারা অনেক পাপ কর্ম থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। তো জ্ঞানমার্গেও যারা যথার্থ হৃদয়বান, তাদের মধ্যে তিন বিষয় থেকে দূরে থাকার শক্তি থাকে। যার মধ্যে দয়া থাকে না, তারা জেনে-বুঝেও তিন বিষয়ে পরবশ হয়ে যায়। সেই তিন বিষয় হলো - গড়িমসি, ঈর্ষা আর ঘৃণা। যে কোনও দুর্বলতা বা ঘাটতির কারণ শতকরা ৯০ ভাগ এই তিন বিষয়। আর যারা সহৃদয় হবে তারা বাবার সাথী, ধর্মরাজের সাজা থেকে দূরে থাকার শুভ-ইচ্ছা পোষণ করে। ভক্ত যেমন ভয়ের চোটে গড়িমসি করে না, ঠিক সেই রকমই ধর্মরাজপুরীর মধ্যে দিয়ে ক্রস না করতে হয় - এই মিষ্টি ভয়ে ব্রাহ্মণ আত্মারা গড়িমসি করে না, বাবার প্রতি ভালোবাসার কারণে। বাবার ভালোবাসা তা' থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে দেয়। আপন হৃদয়ের কৃপা গড়িমসি ভাব সমাপ্ত করে দেয়। আর যখন নিজের প্রতি কৃপা-ভাবনা আসে তখন যেমন বৃত্তি, স্মৃতি ঠিক সে'ভাবেই সমগ্র ব্রাহ্মণ সৃষ্টির প্রতি আপনা থেকেই তোমরা সহৃদয় হও। এ' হলো যথার্থ জ্ঞানযুক্ত কৃপা। বিনা জ্ঞানে কৃপা কখনও ক্ষতিও করে। কিন্তু জ্ঞানযুক্ত কৃপা কখনও কোনো আত্মার প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণার ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হতে দেয় না। জ্ঞানযুক্ত কৃপার সাথে সাথে নিজের দয়া ও প্রেম ভাবের সৌরভ অবশ্যই থাকে। শুধু কৃপা হয় না। কিন্তু কৃপা আর আত্মিক নেশা দুইয়ের ব্যালেন্স থাকে। যদি জ্ঞানযুক্ত কৃপা না হয়, সাধারণ কৃপা হয় তাহলে যে কোনো আত্মার প্রতি হয় মোহের রূপে অথবা কোন দুর্বলতা থেকে সেই আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রভাবিত হওয়াও উচিত নয়। না ঘৃণা থাকা উচিত, না প্রভাবিত হওয়া, কারণ তোমরা

তন-মন-বুদ্ধি সহ বাবার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছ। যখন মন আর বুদ্ধি উঁচু থেকে উঁচু, একের দিকে প্রভাবিত হয়েছে তো অন্যের দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে? অন্যের দ্বারা প্রভাবিত যদি হয় তাহলে কী বলবে? দিয়ে দেওয়া বস্তুকে আবার নিজের জন্য ইউজ করা - একে বলা হয়ে থাকে গচ্ছিত সম্পদের অনধিকার প্রয়োগ অর্থাৎ রক্ষকই ভক্ষক। যখন মন-বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছ তখন আর তোমার থাকলো কোথায় যে প্রভাবিত হও? বাবার হস্তে অর্পণ করে দিয়েছ নাকি অর্ধেক রেখে অর্ধেক দিয়েছ? যারা ফুল দিয়েছ তারা হাত উঠাও। দেখ ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন, মহামন্ত্র কী? মন্মনাভব। তাহলে, মন্মনাভব হওনি? জ্ঞান সমেত সহৃদয় আত্মা কখনো কারও দ্বারা, তা' গুণের দ্বারা হোক, অথবা সেবা দ্বারা, অথবা কোন রকম সহযোগ প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আত্মাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না, কারণ অসীম বৈরাগী হওয়ার কারণে বাবার স্নেহ, সহযোগ, সাথ এ'সব ব্যতীত আর তাদের কাছে কিছু দৃশ্যগোচর হবে না। বুদ্ধিতে আসবেই না। তোমার সাথেই জেগে উঠি, তোমার সাথে ঘুমাই, তোমার সাথে খাই, তোমার সাথে সেবা করি, তোমার সাথে কর্মযোগী হই - সেই আত্মার সদা এই স্মৃতি থাকে। যদিও কোনো শ্রেষ্ঠ আত্মা দ্বারা সহযোগ পাওয়াও যায়, কিন্তু তারই বা দাতা কে? সুতরাং এক বাবার দিকেই বুদ্ধি যাবে তো না ! সহযোগ নাও, কিন্তু দাতা কে সেটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শ্রীমৎ এক বাবারই। কোনো নিমিত্ত আত্মা যখন বাবার শ্রীমতের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় তখন তার শ্রীমৎ বলা হবে না, কিন্তু বাবার শ্রীমৎ ফলো করে অন্যদেরও মনে করিয়ে দেয় তা' ফলো করানোর জন্য। নিমিত্ত আত্মারা, শ্রেষ্ঠ আত্মারা কখনো এটা বলবে না যে, আমার মতে চলো। আমার মতই শ্রীমৎ এ'রকম বলবে না। আবারও একবার তারা শ্রীমৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, একে বলে যথার্থ সহযোগ নেওয়া আর সহযোগ দেওয়া। দিদির, দাদীর শ্রীমৎ বলা হবে না। তারা নিমিত্ত হয়, তোমাদেরকে শ্রীমত মনে করিয়ে দেয়, সেইজন্য কোনও আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়োনা। যদি কোনও বিষয়ে কারও দ্বারা প্রভাবিত হও, তার নামের মহিমায় কিংবা রূপে অথবা কোনও বিশেষত্বে তবে মোহের জন্য প্রভাবিত হওয়ার কারণে বুদ্ধি সেখানে আটকে যাবে। যদি বুদ্ধি আটকে যায় তবে উড়তি কলা হতে পারে না। এমনকি, নিজের দ্বারাও তোমরা প্রভাবিত হও - আমার বুদ্ধি খুব ভালো প্ল্যানিং বুদ্ধি, আমার জ্ঞান খুব স্পষ্ট, আমার মতো সেবা আর কেউ করতে পারে না, আমার ইনভেন্টিভ বুদ্ধি আছে, আমি গুণবান - এইভাবে নিজের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়োনা। বিশেষত্ব আছে, প্ল্যানিং বুদ্ধি আছে কিন্তু সেবার নিমিত্ত কে বানিয়েছে? তোমাদের জানা ছিল কি যে, সেবা মানে কি? অতএব, স্ব-উন্নতির জন্য যথার্থ জ্ঞানযুক্ত সহৃদয় হওয়া অতি আবশ্যক। তখন আবার এই ঈর্ষা, ঘৃণা সমাপ্ত হয়ে যায়। তীব্রগতির ঘাটতির মূল কারণ এটাই - ঈর্ষা বা ঘৃণা এবং প্রভাবিত হওয়া; হয় নিজের দ্বারা, অথবা অন্যের দ্বারা এবং চতুর্থ বিষয়ে শুনিয়েছেন - অলবেলাপন অর্থাৎ গয়ংগচ্ছভাব। এতো হয়েই থাকে, টাইমে তৈরি হয়ে যাবো - এই সবই অমনোযোগী ভাব। বাপদাদা আগেও একটা হাসির কথা শুনিয়েছেন। ব্রাহ্মণ আত্মাদের দূরের নজর খুব তীক্ষ্ণ আর কাছের নজর একটু দুর্বল। সেইজন্য অন্যের ত্রুটিবিচ্যুতি তাড়াতাড়িই দেখা যায় আর নিজের খামতি দেখা যায় দেরিতে।

সুতরাং দয়ার ভাবনা লভফুলও হোক আর মার্সিফুলও হোক, এর মাধ্যমে হৃদয় থেকে বৈরাগ্য আসবে। যে সময় তোমরা শোনো বা ভাট্টি হয়, আত্মিক বার্তালাপ হয়, সেই সময় তো সবাই ভাবে এই রকমই করতে হবে। সেটা অল্পকালের বৈরাগ্য আসে, হৃদয় থেকে হয় না। যা বাবার পছন্দ নয় তা' থেকে বৈরাগ্য আসা উচিত। এমনকি, তোমাদের যদি তোমাদেরই নিজেদের কিছু পছন্দ না হয়, এই সময় অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির লাঙল চালাও, সদাশয় হও। কোনো কোনো বাচ্চা খুব ভালো ভালো বিষয়ে শোনায়। বলে - যখন কেউ মিথ্যা বলে, তখন খুব রাগ হয়, মিথ্যাকে আশ্রয় করার জন্য রাগ হয় অথবা কেউ ভুল করলে রাগ হয়। তা' নয়তো হয় না, কেউ মিথ্যা বলেছে ঠিকই, তাকে রং মনে করছ আর তুমি যে রং করছ সেটা তাহলে রাইট কি? যে নিজে ভুল (রং) সে অন্যের ভুল কীভাবে বোঝাতে পারবে? তার বলার প্রভাব কীভাবে হতে পারে? সেই সময় তোমাদের নিজের ভুল দেখতে পাও না, কিন্তু অন্যের মিথ্যার ছোট বিষয়কে বড় করে দাও। এই রকম সময়ে মহানুভব হও। নিজের প্রাপ্ত হওয়া বাবার শক্তি দ্বারা উদারচিত্ত হও, সহযোগ দাও। লক্ষ্য ভালো রেখেছ, কারও মিথ্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করা, লক্ষ্য ভালো তার জন্য অভিনন্দন। কিন্তু রেজাল্ট কী বেরলো? সেও ফেল, তুমিও ফেল। সুতরাং যে নিজে অনুত্তীর্ণ (ফেল), সে আরেক অনুত্তীর্ণকে কীভাবে পাস করাবে? কেউ কেউ আবার ভাবে - আমাদের দায়িত্ব তাকে ভালো করা, অগ্রচালিত করা। কিন্তু তোমরা যারা দায়িত্ব পালন করছ, প্রথমে তারা নিজের প্রতি দায়িত্ব পূরণ করছ সেই সময়, নাকি অন্যের জন্য পালন করছ? যখন কেউ নিমিত্ত টিচার হও তো মনে করো ছোটদের দায়িত্ব আমার, তাদের শিক্ষা (জ্ঞানের পাঠ) দিতে হবে, তাদের (আচার-ব্যবহার) শেখাতে হবে। কিন্তু সদাসর্বদা এটা ভাবো যে, যথার্থ নলেজ সোর্স অফ ইনকাম হবে। যদি নিজে শিক্ষক হওয়ার দায়িত্ব থেকে শিক্ষা দিচ্ছ তো প্রথমে এটা দেখ যে, সেই শিক্ষা থেকে অন্যদের আয় জমা হয়েছে? সোর্স অফ ইনকাম হয়েছে নাকি সোর্স অফ পতন হয়েছে? সেইজন্য বাপদাদা সদা বলেন যে, কোনও কর্ম যখন করছ তখন ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে করো। শুধু বর্তমান দেখো না এ' করেছে, সেইজন্য আমি বলেছি। কিন্তু ভবিষ্যতে তার পরিণাম কী হবে, সেটাও দেখ। ব্রাহ্মণ আত্মাদের পাস্ট যে আদি অনাদি

স্থিতি ছিল, তা' এখনো আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে, সেই অনুসারে আছে? তিনকাল চেক করো, তো বুঝেছ বাপদাদা কি চাইছেন?

স্ব-উন্নতি তো করবে কিন্তু কী পরিবর্তন আনবে? মহারথী হও বা নতুন হও - বাপদাদার একই শুভ আশা, যতটা তিনি চান ততোটা এখনো হয়নি। রেজাল্ট শোনাবেন তো না ! বাপদাদা অল্পকালের বৈরাগ্য চান না। প্রকৃত বৈরাগ্য যেন আসে - যা বাবার ভালো লাগে না তা' আমি অবশ্যই করবো না, ভাববো না, বলবো না। বাপদাদা একেই বলেন, আন্তরিক ভালোবাসা। এখন মিক্স হয়ে আছে, কখনো হৃদয়ের ভালোবাসা, কখনো মগজের ভালোবাসা। মালার প্রত্যেক দানা প্রত্যেক দানার সাথে সমীপ হবে, স্নেহী হবে, ক্রমোন্নতিতে সহযোগী হবে, সেইজন্য মালা তৈরি হওয়া থেমে আছে, কারণ মালা তৈরি হওয়া অর্থাৎ যুগল দানার সমান একে অন্যের সমীপ স্নেহী হওয়া। প্রথমে ১০৮ এর মালা তৈরি হতে হবে, তবেই অন্য মালা হবে। বাপদাদা অনেকবার মালা তৈরি করার জন্য বসেন, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণই হয়নি। দানা, দানার সমীপ তখন আসে অর্থাৎ বাবা তখনই গাঁথেন যখন সেই দানার তিন সার্টিফিকেট হবে - বাবার পছন্দ, ব্রাহ্মণ পরিবারের পছন্দ আর নিজের যথার্থ পুরুষার্থ- পছন্দ। যখন বাপদাদা এই তিন বিষয়ে চেক করেন তো দানা হাতেই থেকে যায়, মালাতে আসে না। তাহলে, এই বছর কোন স্লোগান মনে রাখবে? ত্রিমূর্তি বাবা আর বিশেষ তিন সম্বন্ধ দ্বারা তিন সার্টিফিকেট নিতে হবে। আর অন্যদেরও সার্টিফিকেট নেওয়ায় সহযোগী হতে হবে। মালার সমীপ দানা হতেই হবে। তাহলে শুনলে, স্ব-উন্নতি কি করতে হবে? ব্রহ্মাবাবার নম্বর ওয়ান পরিবর্তনের ফাউন্ডেশন কী ছিলো? অসীম বৈরাগ্য। বাবা যা বলেছেন সেটা ব্রহ্মা করেছেন, সেইজন্য উইন করে ওয়ান হয়ে গেছেন। আচ্ছা।

বাপদাদা এই রেজাল্ট দেখবেন। প্রত্যেকে নিজেকে দেখ, অন্যকে দেখার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ মনে করে যে, সিজনের আজ লাস্ট ডেট, কিন্তু বাপদাদা বলেন - লাস্ট নয়, মালা তৈরির এটা ফাস্ট (দ্রুতগতি) সিজনের দিন। সবার চান্স আছে। মালার দানা এখনো গাঁথা হয়নি, কেননা ফিক্সড হয়নি। তিন সার্টিফিকেট নাও আর গাঁথা হয়ে যাও। তোমরা যতটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাও, তা' তোমাদের মুখে আর আচরণে ততটাই প্রত্যক্ষরূপে দেখা যাবে, আবারও একবার নতুন রূপ-রঙের প্রভা প্রত্যক্ষীভূত হবে। যদি তোমরা পূর্ববৎ থেকে যাও তাহলে সেই একই প্রতিবিম্ব থেকে যাবে। সেইজন্য নিজের মধ্যে নবীনতা আনো, পরিবারেও তীব্র পুরুষার্থের নতুন তরঙ্গ আনো। তারপরে তোমরা এগিয়ে গিয়ে কত ওয়ান্ডারফুল দৃশ্য দেখবে। যা এখন পর্যন্ত হয়েছে তা' অতীত, এখন প্রতিটা কর্মে নতুন উদ্যম, নতুন উত্সাহ....এই পাখায় উড়ে চলো।

বাকী যারাই যে সেবাতে সহযোগ দিয়েছে অর্থাৎ নিজের ভাগ্য জমা করেছে, তারা ভালো করেছে। দেশ হোক বা বিদেশ, চারিদিকের সেবাধারীরা সেবা করেছে, সেইজন্য বাপদাদা সেবাধারীদের সদা এটাই বলেন যে, সেবাধারী অর্থাৎ যারা গোল্ডেন চান্সের ভাগ্য নেয়। এখন এই ভাগ্যকে যেখানেই যাও সেখানে বৃদ্ধি করতে থাকো, কম হতে দিও না। অল্প সময়ের চান্স সদাসর্বদার জন্য তীব্র পুরুষার্থের গোল্ডেন চান্স তোমাদের দিতে থাকবে। সেবাধারী যারা চলে গেছে অথবা যারা যাচ্ছে, সবাইকে অভিনন্দন। আচ্ছা।

সকল সদাশয় শ্রেষ্ঠ আত্মাকে, যারা সদা নিজেকে স্ব-উন্নতির কলায় নিয়ে যায় সেই তীব্র পুরুষার্থী আত্মাদের, যারা সদা বাবার হৃদয়ের আশা পূরণ করে সেই কুলদীপক আত্মাদের, যারা সদা নিজেদেরকে মালার সমীপ দানা তৈরি করে, সেই বিজয়ী আত্মাদের, অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা সব সময় বাবাকে ফলো করে বাবা সমান হওয়া অতি স্নেহী রাইট হ্যান্ড বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদানঃ- সকল প্রাপ্তি ইমার্জ করে সদা খুশির অনুভবকারী সহজযোগী ভব

সহজযোগের আধার হলো - স্নেহ, আর স্নেহের আধার হলো সম্বন্ধ। সম্বন্ধের দ্বারা স্মরণ করা সহজ হয়। সম্বন্ধের দ্বারাই সর্বপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। যেখান থেকে প্রাপ্তি হয় মন-বুদ্ধি সেখানে সহজে চলে যায়, সেইজন্য বাবা শক্তির, জ্ঞানের, গুণের, সুখ-শান্তি, আনন্দ, প্রেমের যে রত্ন-ভাণ্ডার

দিয়েছেন, বিভিন্ন যে প্রাপ্তিই হয়েছে, সেই প্রাপ্তিকে বুদ্ধিতে ইমার্জ করো, তাহলে খুশির অনুভূতি হবে আর সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- যারা সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকে - তারাই প্রসন্নচিত্ত।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid

2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;